ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক ছাড়া শিক্ষানীতি গ্রহণযোগ্য নয়

আলোচনা ও মতবিনিময় সভায় নেতৃবৃন্দ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ জাতীয় শিক্ষানীতি '০৯-এর চূড়ান্ত খসড়ায় সকল শিক্ষা প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চতর পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার দাবী ক্রমেই উচ্চকিত হচ্ছে। গতকাল বিভিন্ন রাজনৈতিক পেশাজীবী এবং ধর্মীয় সংগঠনের পৃথক পৃথক আলোচনা অনুষ্ঠান, গোলটেবিল বৈঠক ও মতামত কার্যক্রমে নেতৃবৃন্দ ও বিজ্ঞজন সকল শিক্ষার সকল স্তরে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার দাবী করেন। অন্যথায় শিক্ষা নীতির প্রস্তাব মেনে নেয়া হবে না বলে অভিমত দেন। পৃথক পৃথক আলোচনা ও বৈঠকের প্রস্তাবে বাংলাদেশে শিক্ষা নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে মালয়েশিয়ার শিক্ষানীতি পর্যালোচনার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

আলোচনা ব্যাপক ভিত্তিক পর্যালোচনার জন্য জাতীয় শিক্ষা নীতির খসড়ার উপর মতামত দেয়ার সময়সীমা আরো ৩ মাস বৃদ্ধির দাবী করা হয়।

ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট

প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি ২০০৯'র নারী সমাজ, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, উপজাতিদের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৌশল উন্নয়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিতে প্রস্তাবিত নীতির ইতিবাচক ও আশাব্যঞ্জক দিকগুলোর প্রশংসা করা হয়। অপরদিকে প্রস্তাবিত শিক্ষা নীতিতে ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি বৈঠকে বলা হয়- চরম উদাসীনতা ও ধর্মীয় শিক্ষা বর্জনের সুদূরপ্রসারী দিকটি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। বৈঠকে বলা হয়, ধর্মীয় অনুভূতিকে আহত করে, এ ধরনের শিক্ষানীতি বাস্তবায়িত হলে তা কোনভাবেই শিক্ষার্থীদের জন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত ও পরধর্ম সহিষ্ণু করে তুলবে না। ধর্মীয় শিক্ষা বর্জনের প্রবণতা পরিহার করে দেশের সংস্কৃতি ইতিহাস-ঐতিহ্য, জনগণের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হলেই তা সর্বস্তরের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতি-ধর্ম-গোষ্ঠী সম্বলিত মালয়েশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা এ দেশের জন্য মডেল হতে পারে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট (বিআইআইটি) আয়োজিত 'জাতীয় শিক্ষানীতি' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা এ কথা বলেন। বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব শাহ আব্দুল হান্নানের সঞ্চালনায় বিআইআইটি'র প্রেসিডেন্ট এম আযিযুল হকের সভাপতিত্বে বৈঠকে প্রধান আকর্ষণ ছিলেন আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়ার ইনস্টিটিউট অব এডুকেশনের অধ্যাপক ড. রোসানানি হাশিম। তিনি তার প্রবন্ধে মালয়েশিয়ার জাতীয় শিক্ষানীতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. ইউ এ বি রাজিয়া আকতার বানু বাংলাদেশের শিক্ষানীতি ২০০৯ চূড়ান্ত খসড়ার উপর একটি মূল্যায়নধর্মী প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি তার উপস্থাপিত প্রবন্ধে বলেন, একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও কারিকুলাম গড়ে উঠে সে দেশের মানুষের মনমানসিকতা, ঐতিহ্য, ধর্ম ইত্যাদির ভাবধারায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলাদেশে আটটি শিক্ষা কমিশনের চূড়ান্ত শিক্ষা নীতিতে এগুলোর প্রতিফলন দেখা যায়নি। এমন কি এগুলোর কোনটিই পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন হয়নি।

বৈঠকে মালয়েশিয়ার জাতীয় শিক্ষানীতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে অধ্যাপক ড. রোসানানী বলেন, মালয়েশিয়ার ব্যাপক প্রতিবেদন ১৯৫৬ এমন এক শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জোর দিয়েছে, যাতে সকল কাজে গ্রহণযোগ্য শিক্ষা ও জাতীয় ঐক্য, জাতীয় চেতনা এবং সকল ধর্মমতের নির্বিশেষে সকলের মাঝে সমাজতান্ত্রিক বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে পরবর্তীতে আরো কয়েক দফা শিক্ষানীতি বাস্তবায়িত হলে মেডিকেল, কৃষি, প্রযুক্তি ও প্রকৌশল ক্রমান্বয়ে ইসলামী ভাবধারা সমুজ্জ্বল রাখার বিষয়টি উঠে আসে। জাতিগত বৈষম্য ও দারিদ্র্য দূরীকরণে উন্নয়নমুখী শিক্ষাও এসব নীতির মধ্যে প্রতিফলিত হয়। তবে ১৯৭০ ও '৮০ দশকের পর থেকেই ইসলাম ছিল তাদের শিক্ষার ভিত্তি। এ শিক্ষা ব্যবস্থার আলোকে যোগ্য আলেম গড়ে তোলা সহজতর হয়।

এ ক্ষেত্রে উভয় দেশের অভিজ্ঞতা আদান-প্রদান শিক্ষানীতির প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে উভয় দেশকেই সমৃদ্ধ করবে বলে আশা প্রকাশ করেন আলোচকবৃন্দ।

বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সুপারিশ গৃহীত হয়-

প্রাইমারীতে গল্পের স্থলে নৈতিক শিক্ষার পাশাপাশি মৌলিক আকিদা শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করা, মাধ্যমিক ধর্ম শিক্ষা আবশ্যিক করা, বৃটিশ আমল থেকে গড়ে উঠা ও অনুসৃত মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করে আরো শক্তিশালী করা।

বৈঠকে অধ্যাপক ড. মাহবুবুল্লাহ, প্রফেসর আব্দুন নূর, প্রফেসর যোবাইদা গুলশান আরা, প্রফেসর ড. কোরবান আলী আলোচনায় অংশ নেন। এ ছাড়াও বৈঠকে দেশের সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এই আলোচনায় অংশ নেন।

ইসলামী শিক্ষা রক্ষা জাতীয় কমিটি

ধর্মহীন শিক্ষানীতি এ দেশের জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার পরিণাম শুভ হবে না। সেক্যুলার শিক্ষানীতি রাজপথেই কবর দেয়া হবে। প্রস্তাবিত ইসলাম বিদ্বেষী শিক্ষানীতি অবিলম্বে প্রত্যাহার করে সকল শিক্ষাধারার প্রাথমিক সর্বস্তরে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। দেশকে ধর্মনিরপেক্ষ বানাবার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত খসড়া শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করা হলে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব থাকবে না। বুকের তাজা রক্ত দিয়ে হলেও ইসলাম বিরোধী শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করতে দেয়া হবে না। গতকাল বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে ইসলামী শিক্ষা রক্ষা জাতীয় কমিটি আয়োজিত জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯ (চূড়ান্ত খসড়া)-য় মাদ্রাসা ও সাধারণ শিক্ষায় ধর্ম শিক্ষার অবস্থান শীর্ষক আলোচনা সভায় নেতৃবৃন্দ একথা বলেন।

বাংলাদেশ তা'লিমুস সুন্নাহ্

বাংলাদেশ তা'লিমুস সুন্নাহ্র আয়োজিত কেন্দ্রীয় সভাপতি মাওঃ কাজী ছিদ্দিকুর রহমান রেজভীর সভাপতিত্বে এক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য মোঃ ইউনুছ মিয়া রেজভী, শাহ্ অলিউল্লাহ নাছির, মোঃ মতাজ উদ্দিন রেজভী, মহাসচিব মোঃ ওয়াদুদ রেজভী, যুগ্ম মহাসচিব মোঃ খোরশেদ আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ মাসুক খান, প্রচার সম্পাদক মাওঃ আবু ইউসুফ রেজভী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মাওঃ হুমায়ুন কবির রেজভী প্রমুখ। নেতৃবৃন্দ বলেন, এদেশের মানুষ অলিভক্ত, রবীপ্রেমিক ও সুন্নীমনা ঈমানদার মুসলমান, ধর্মের প্রতি সবচেয়ে দুর্বল। সুন্নীয়াতের ওপর আঘাত হানে এমন কর্ম তারা বরদাশত করতে পারে না। বর্তমান শিক্ষানীতিতে ধর্মীয় বিষয়গুলো সংকোচন, অতিরিক্ত বিষয় করাতে ধীর গতিতে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা ধীরে-ধীরে ধর্মের অনুশাসন থেকে দূরে সরে যাবে। পরবর্তীতে ইহুদী খ্রীষ্টানদের ন্যায় ইসলাম ধর্মকে ভুলে যাবে।

ইসলামী ছাত্র মজলিস

প্রস্তাবিত একমুখী শিক্ষানীতি বাস্তবায়িত হলে আমাদের ধর্মীয় সম্প্রীতি ও ঐক্য হুমকির মুখে পড়বে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র মজলিসের নেতৃবৃন্দ। ছাত্র মজলিসের ঈদ পুর্নমিলনী অনুষ্ঠানে নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, ৯০ শতাংশ মুসলমানের দেশে ধর্মীয় শিক্ষাই একমাত্র বাধ্যতামূলক শিক্ষা হতে হবে। ধর্মীয় শিক্ষা রক্ষায় ছাত্র মজলিস সব ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করতে প্রস্তুত। ছাত্র মজলিস ঢাকা মহানগর সভাপতি মোঃ শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে পুর্নমিলনীতে প্রধান অতিথি ছিলেন মুহাম্মদ আবু সাঈদ নোমান।

মুসলিম লীগ মহাসচিব

ফেনী আঞ্চলিক অফিস ঃ বাংলাদেশ মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় মহাসচিব কাজী আব্দুল মান্নান সদ্য প্রস্তাবকৃত শিক্ষানীতি সম্পর্কে ধর্মমহলের ব্যাপক ধারণা লাভের লক্ষ্যে মতামত ব্যক্ত করার সময় বৃদ্ধির দাবী জানিয়েছেন। তিনি বলেন, মফস্বলে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মাদ্রাসা ও অন্যান্য ধর্মীয় শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ৬০ ভাগ লোকও এখনো পর্যন্ত ঘোষিত শিক্ষানীতির সমগ্র সংগ্রহ, এমন কি এর মর্মার্থ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি।

কাজী আব্দুল মান্নান গতকাল ফেনী জেলা সাংগঠনিক সফরকালে দলের সর্বস্তরের নেতৃবর্গ এবং বিভিন্ন মাদ্রাসা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের সাথে মতবিনিময়কালে একথা বলেন।

দক্ষিণ সুরমার আনজুমানে আল ইসলাহ

আনজুমানে আল ইসলাহ্ দক্ষিণ সুরমা উপজেলার ২নং বরইকান্দি ইউনিয়ন শাখার এক ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেছেন, বিশ্বব্যাপী ইসলাম, মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত চলছে। আর এ কাজে ইসলামের নামধারী কিছু ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে তৌহিদী জনতা বিশেষ করে ইসলামের প্রকৃত অনুসারী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত তথা সুন্নী আকিদায় বিশ্বাসী আলেম-ওলামা, পীর মাশায়েখ, জ্ঞানী, গুণী ব্যক্তিদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বক্তারা বলেন, বর্তমান প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি এদেশের শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের আদর্শ বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের পরিপন্থী। এ শিক্ষানীতি কোনক্রমেই মেনে নেয়া যায় না। বক্তারা বলেন, সকল শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে বাধ্যতামূলক করে বাস্তবধর্মী একটি শিক্ষানীতি প্রবর্তন করতে হবে। গত শনিবার শাখার সভাপতি হাজী আফবোজ আলীর সভাপতিত্বে ও সাংগঠনিক সম্পাদক এম কে এস হাসান আলীর পরিচালনায় স্থানীয় শিববাড়ী জৈনপুরস্থ আহলে সুন্নাত জামে মসজিদ মার্কেটস্থ দলীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ঈদ পুনর্মিলনী সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক শাহ ইমাদ উদ্দিন নাসিরী। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন প্রধান উপদেষ্টা আলহাজ গোলাম আম্বিয়া তেলা মিয়া

হবিগঞ্জ জেলা জমিয়তুল মোদার্রেছীনের সভায় বক্তারা জমিয়তুল মোদার্রেছীন প্রদত্ত শিক্ষানীতি হুবহু কার্যকর

হবিগঞ্জ জেলা সংবাদদাতা ঃ জমিয়তুল মোদার্রেছীন হবিগঞ্জ জেলা শাখার উদ্যোগে গতকাল সরকারের প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির ওপর এক আলোচনা সভা গতকাল অনুষ্ঠিত হয়। হবিগঞ্জ আলীয়া মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন জমিয়তুল মোদার্রেছীন হবিগঞ্জ জেলা শাখার অধ্যক্ষ মাওঃ মোঃ সফিকুল হক চৌধুরী। জমিয়তুল মোদার্রেছীন হবিগঞ্জ জেলা শাখার সেক্রেটারী মাওঃ আলী মোঃ চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পীরে তরিকত আলেম লফিকুর রহমান, মাওঃ ফরিদুর রহমান অধ্যক্ষ মাওঃ আফজাল হোসাইন, অধ্যক্ষ মাওঃ আইয়ুব আলী, অধ্যক্ষ মাওঃ ফকর আহমদ, নুর উদ্দিন বিপিএড, আব্দুর কাইয়ুম তরফদার প্রমুখ। সভায় বক্তাগণ বলেন, ইসলামী শিক্ষাকে অবহেলা করার সুযোগ নেই। বিগত জোট সরকারের ইসলাম বিকৃতকারীরা রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের অপচেষ্টা চালিয়ে যেতে পারে। বক্তাগণ বলেন, মহাজোট সরকার ইসলাম ও মাদ্রাসাকে আলেম ওলামার প্রতি সহযোগিতার ফলে বিপুল ভোটে জয় লাভ করেছে। বক্তাগণ আরো বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষকগণ সমাজের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছেন। আমিনী-নিজামী চক্র বিএনপির মাধ্যমে শিক্ষানীতি নিয়ে যাতে ফায়দা হাসিল করতে না পারে সে জন্য অবিলম্বে জমিয়তুল মোদার্রেছীন প্রদত্ত শিক্ষানীতি হুবহু কার্যকর